মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

নবপর্যায় : ৫ম বর্ষ, দশম সংখ্যা, মার্চ ২০২৫

দশম আবাসিক উইন্টার স্কুলের সফল আয়োজন

সেন্টার ফর দ্যা স্টাডি অব জেনোসাইড অ্যান্ড জাস্টিসের বাৎসরিক আয়োজন শীতকালীন আবাসিক স্কুলের দশম আসরের উদ্বোধন হয় ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫। 'রিইমাজিনিং পিস এডুকেশন ইন অ্যা চেইঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অব এট্রোসিটি' প্রতিপাদ্যে শুরু হয় দশম শীতকালীন স্কুল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী এবং সিএসজিজের গবেষণা সহকর্মী, গবেষণা সহকারী এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ। পরিচয় পর্ব শেষে উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক। তিনি সকল শিক্ষার্থীকে শান্তি ও উন্নতি বাস্তবায়নে আগামী দিনের জন্য শুভেচ্ছা জানান এবং জাদুঘরের সাথে সম্পৃক্ত থেকে কাজ করার আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বিগত শীতকালীন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা তাদের অভিজ্ঞতা উপস্থাপন করেন এবং নতুনদের শুভেচ্ছা জানান। অনুষ্ঠানের শেষ অংশে, সিএসজিজের সমন্বয়কারী ইমরান আজাদ শিক্ষার্থীদের মাঝে দশম শীতকালীন স্কুলের সকল কার্যক্রম এবং সময়সূচি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন।

নবম দিন ২৮ ফেব্রুয়ারি, শুক্রবার সমাপনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দশম শীতকালীন স্কুলের সমাপ্তি ঘটে। উক্ত সমাপনী অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অষ্টম শীতকালীন স্কুলের শিক্ষার্থী এবং সিএসজিজের স্বেচ্ছাসেবক ফাহিন রহমান অংকিতা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব সারা যাকের, সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক এবং সমন্বয়কারী ইমরান আজাদ।

৫-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

বই বিতরণ : আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্‌যোগ ২০২৪

একাত্তরের কণ্ঠযোদ্ধা, বরেণ্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি প্রয়াত আলী যাকের স্মরণে সূচনা হলো 'আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদযোগ-২০২৪'। ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সকাল ১১টায় জাদুঘর মিলনায়তনে তৃতীয়বারের মতো আয়োজিত হচ্ছে এই গ্রন্থপাঠ উদ্‌যোগ। নতুন প্রজন্মের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ছড়িয়ে দিতে ও বই পড়ায় উৎসাহিত করতে ২০২২ সাল থেকে এই কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এ উদযোগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে সহায়তা করছে মঙ্গলদীপ ফাউন্ডেশন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের আহ্বানে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের ৫০টি বেসরকারি পাঠাগার এই উদ্‌যোগে যুক্ত হয়েছে। শুরুতেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ড. রেজিনা বেগম উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন, আলী যাকের গ্রন্থপাঠ কর্মসূচির এটা তৃতীয় বছর। এই উদ্‌যোগ নেওয়ার জন্য আমরা পারিবারিকভাবে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং গ্রন্থালয়গুলোর

৪-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস

বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার কবিতা পাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান

‘নক্ষত্রপুঞ্জের মতো জলজ্বলে পতাকা উড়িয়ে আছো আমার সত্তায়।
মমতা নামের প্রুত প্রদেশের শ্যামলিমা তোমাকে নিবিড় ঘিরে রয় সর্বদাই।
কালো রাত পোহানোর পরের প্রহরে’ . . . . . (বাংলা ভাষা)

সকল ভাষা শহীদদের শ্রদ্ধা জানিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস’-এর অনুষ্ঠান শুরু হয় কবি শামসুর রাহমানের ‘বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা’ কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে। আবৃত্তি করেন আবৃত্তিশিল্পী রফিকুল ইসলাম।
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কিউরেটর (আর্কাইভ অ্যান্ড ডিসপ্লে) আমেনা খাতুনের সঞ্চালনায় বাংলাদেশে বসবাসকারী বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষায় আবৃত্তি, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সুচনা আবৃত্তির পরপর কালারস্ অব হিল্স-এর শিল্পীরা পরিবেশন করে মৈত্রী নৃত্য। নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশনের পর কবি পলাশ কুমার মাহাতো তার রচিত কুড়মালী (মাহাতো) ভাষার কবিতা ‘অপূর্ণতা’ নিয়ে মঞ্চে আসেন। ক্রাওয়ই স্রো রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের ‘এই কথাটি মনে রেখো’ গানটি স্রো ভাষায় অনুবাদ করা ‘মাকা লাইক্লা সাক্কাই তং অহ’ তা পাঠ করেন অংক্রাথুই, রুমিতা সিনহা মঞ্চে নিয়ে আসেন কবি খোইরোম কামিনী কুমার রচিত মনিপুরি ভাষার কবিতা ‘লম্মন তোল্লাবনি ঐদি বাংলা ইমাগী মফমদা’। উর্দু গল্পের অংশ বিশেষের অনুবাদ পাঠ করেন রোকসানা রাহিম চৌধুরী, ফার্সি ভাষায় রচিত গল্পের অংশ বিশেষ পাঠ করেন মারিয়াম ইস্পাহানী। মুক্তিযুদ্ধের সময় রচিত মার্কিন কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ-এর বিখ্যাত কবিতা ‘সেপ্টেম্বর অন যশোর রোড’ পাঠ করেন সারা যাকের। কোচ ভাষার কবি মিথুন কোচ রচিত কবিতা ‘আনি করদ’ আবৃত্তি করেন মিঠুন কুমার কোচ, রিপন চন্দ্র বানাই তার নিজের রচিত বানাই ভাষার কবিতা ‘ময় বুগড়ি গীস’ পাঠ করেন। সাথী তির্কী পাঠ করেন সাদ্রী কবি অজিৎ কুমার সরদার রচিত ‘হামানিক্যের জীওক্যের কথা’, খেয়াং ভাষায় নিজের রচিত কবিতা ‘কোয়েইহ্ ওঅঙ’ নিয়ে মঞ্চে আসেন অংক্রাথুই খেয়াং। কবি লিংনেই খুমী রচিত খুমী ভাষার কবিতা ‘আপাং ফাই হারি ভিতো’ নিয়ে মঞ্চে আসেন মংখিং ওয়াং, ওঁরাও ভাষায় কবি স্বপন এক্কা রচিত কবিতা ‘হান্নে মিঙখাকুনে হরমার লাকখা তানি’ পাঠ করেন প্রনয় টপ্প। মংখিং ওয়াং মারমা তার রচিত মারমা ভাষার কবিতা ‘নী রা সা তাইখুং লাহ্’ পাঠ করেন, হাজং ভাষায় কবি শ্রীধাম কুমার হাজং রচিত ‘হাজং মাও’ নিয়ে মঞ্চে আসেন টুম্পা হাজং। জুয়েল ত্রিপুরা ককবরক ভাষার কবি হলাচন্দ্র ত্রিপুরা রচিত কবিতা ‘কাও ফ্রংনাই মস্ত্র মচুংমি’ পাঠ করেন, গারো কবি মতেন্দ্র মানকিন পাঠ করেন নিজ ভাষায় রচিত তার কবিতা ‘নমগিপা রঅং নাআ’। কবি কবিতা চাকমা রচিত চাঙমা ভাষার কবিতা ‘জলি ন’উদিম হিত্তেই’ পাঠ করেন রমিতা চাকমা, আদিত্য মার্ডী কবি রেনুকা সরেন রচিত সানতাল কবিতা ‘বারগেল মিত মায়াম’

৮-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

লিবারেশন ডক কমিউনিটির যাত্রা শুরু

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ২০০৬ সাল থেকে লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ শিরোনামে চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করে আসছে। এই উৎসবের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী সেচ্ছাকর্মী, নির্মাতা, প্রশিক্ষক এবং প্রশিক্ষণার্থীদের নির্মাণাধীন কাজ ও চিন্তা সম্মিলিতভাবে উদযাপনের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে সম্পৃক্ততা বাড়াতে তৈরি হয়েছে ‘লিবারেশন ডক কমিউনিটি’। গত ২২ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী আয়োজনের মাধ্যমে এই কমিউনিটির যাত্রা শুরু হয়েছে। আয়োজনটির উদ্বোধন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি জনাব মফিদুল হক।
এরপর ডকুমেন্টারি ফিল্ডওয়ার্কে অংশগ্রহণকারী ১০ জন তরুণ নির্মাতা তাদের প্রামাণ্যচিত্রের আইডিয়া উপস্থাপন করেন এবং অভিজ্ঞ চলচ্চিত্র নির্মাতারা তাদের ফিডব্যাক শেয়ার করেন। এই ফিডব্যাক প্যানেলে ছিলেন চৈতালী সমাদ্দার, এ বি এম নাজমুল হুদা, শারমিন দোজা, জিহান করিম, জগন্ময় পাল, পার্থ সেন গুপ্ত, স্বজন মাঝি এবং বিপ্লব সরকার।

প্রথম পর্বের শুরুতে শাজনীন রহমান (নির্মাতা) এবং আদনান সৈকত (প্রযোজক) ‘The Last Leaf: A Journey from Silence to Revival’ শিরোনামে তাদের চলমান চলচ্চিত্র প্রকল্প নিয়ে একটি কেস স্টাডি উপস্থাপন করেন। এই প্রকল্পটি গতবছর Expositon of Young Film Talents ল্যাবে রিসার্স এন্ড ডিভলাপম্যান্ট বিভাগে পুরস্কৃত হয়েছিল।
দুপুরের খাবারের বিরতির পর চলচ্চিত্র নির্মাতা পার্থ সেন গুপ্ত ‘Embracing Fatherhood - A Curatorial Exploration of Male Infertility, Fatherhood & Societal Expectations’ শিরোনামে তার চলমান চলচ্চিত্র প্রকল্প নিয়ে একটি প্রেজেন্টেশন ও ইনস্টলেশন উপস্থাপন করেন। লিবারেশন ডক কমিউনিটির দ্বিতীয় আয়োজনটি আগামী ২১ মার্চ অনুষ্ঠিত হবে। প্রতি মাসের এই আয়োজনে থাকবে নতুন ধারার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী- কেসস্টাডি- প্রেজেন্টেশন- আলোচনা- আহার-আড্ডা।

ফরিদ আহমেদ

দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুল

রিইমাজিনিং পিস এডুকেশন ইন অ্যা চেইঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অব এট্রোসিটিস

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস এর আয়োজনে Reimagining Peace Education in a Chagning World of Atrocities প্রতিপাদ্য নিয়ে ২০ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ১০ম শীতকালীন স্কুল। বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেপালের কাঠমান্ডু স্কুল অব ল, নেপাল ল ক্যাম্পাস থেকে মোট ২৭জন অংশগ্রহণকারী অংশ নিয়েছিলো আট দিনব্যাপী আয়োজিত শীতকালীন আবাসিক স্কুলে। এবারের শীতকালীন স্কুলের মূল উদ্দেশ্য ছিলো তরুণ প্রজন্মের মাঝে শান্তি শিক্ষার প্রচার করা এবং জানার আগ্রহ তৈরী করে উচ্চতর গবেষণার দ্বার উন্মোচন করা।

শহিদ দানবীর রণদা প্রসাদ সাহা প্রতিষ্ঠিত কুমুদিনী কমপ্লেক্সে ছিলো এবারের শীতকালীন স্কুলের আয়োজন, যা মনোরম পরিবেশে জ্ঞান ও চিন্তাচর্চার এক অনন্য কেন্দ্র হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে।

অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের মাধ্যমে শীতকালীন স্কুলের কার্যক্রম শুরু করে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস-এর পরিচালক মফিদুল হক। পরিচয় পর্ব শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পরিদর্শনের ওপর ভিত্তি করে একটি সংক্ষিপ্ত পরীক্ষা নেওয়া হয়, তারপর 'In My Blood It Runs' ডকুমেন্টারি প্রদর্শিত হয়। দ্বিতীয় দিন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং ভারতেশ্বরী হোমস কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠান উপভোগ করে অংশগ্রহণকারীরা। এদিন পাঁচটি সেশন নেন যথাক্রমে হেনা সুলতানা, সাবেক শিক্ষিকা, ভারতেশ্বরী হোমস; শ্রীমতি সাহা, পরিচালক, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট; ইমরান আজাদ, সহকারী অধ্যাপক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস; মফিদুল হক, ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর; ড. মো: রিজওয়ানুল ইসলাম, অধ্যাপক, আইন বিভাগ এবং ডিন, স্কুল অব হিউম্যানিটিস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি। সেশন শেষে দলীয় কাজ ও তার উপস্থাপনায় অংশ নেয় অংশগ্রহণকারীরা। দিনশেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, গান ও কবিতার মাধ্যমে বিভিন্ন ভাষাভাষীর ভিন্ন সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজীব প্রসাদ সাহা, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল লিমিটেড। তিনি বলেন, কুমুদিনী কমপ্লেক্সের সবাই দ্বিতীয়বারের মতো শীতকালীন স্কুল আয়োজন করতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এই বছরের শীতকালীন স্কুলের প্রতিপাদ্য "শান্তি শিক্ষা" বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়। তৃতীয় দিনে চারটি সেশন নেন ড. লিন্ডসে হর্নার, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন শিক্ষাবিষয়ক প্রভাষক, মোরে হাউস স্কুল অব এডুকেশন, ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গ; হুমাইরা বিনতে ফারুক, প্রোগ্রাম সাপোর্ট অফিসার, ইউএন উইমেন বাংলাদেশ; ড. এলিজাবেথ (লিজ) ম্যাবার, সহযোগী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান শিক্ষা অনুষদ, ইউনিভার্সিটি অব ক্যামব্রিজ; ড. এস. এম. শামীম রেজা, অধ্যাপক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সেশন শেষে একটি প্যানেল আলোচনা হয় যেখানে প্যানেল সদস্য হিসেবে ছিলেন ড. এলিজাবেথ (লিজ) ম্যাবার, ড. লিন্ডসে হর্নার, ড. এস. এম. শামীম রেজা, এবং অনলাইনে যোগদান করেন ড. সামিয়া হক, ডিন, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন এবং অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়। মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ইমরান আজাদ, কো-অর্ডিনেটর, সিএসজিজে। এরপর দলীয় কাজ ও উপস্থাপনার পর "সুলতানার স্বপ্ন" বইটির পাঠ ও প্রতিফলন অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্থ দিন চারটি সেশন নেন ড. জোবায়দা নাসরিন, অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; ড. এলিজাবেথ (লিজ) ম্যাবার, নাসরিন আক্তার, বাংলাদেশ প্রোগ্রাম লিড, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (আজার)। সেশন শেষে একটি প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন তাবাসসুম নিগার ঐশী ও মেহজাবিন নাজরানা, সিএসজিজে জিয়া উদ্দিন তারিক আলী রিসার্চ ফেলো ২০২২-২৩ এবং রিসার্চ এসোসিয়েট, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস ; ফাহিন রহমান অংকিতা, আসিফ মাহমুদ মাহী, তাসনিম তারান্নুম প্রজ্ঞা ও তাসফিয়া তারান্নুম প্রভা (সিএসজিজে জুনিয়র রিসার্চ ফেলো ২০২৪)। মডারেটর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন নাসরিন আক্তার। বিকালে শীতকালীন পিঠা উৎসবের আয়োজন করা হয় যেখানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী হরেক রকমের পিঠা থাকে। সবশেষে "সুলতানার স্বপ্ন অবারিত" প্রতিপাদ্যে নারীদের শীতকালীন অভিযান দলের অভিযাত্রী সদস্যগণ বাংলাদেশের প্রথম মহিলা মাউন্ট এভারেস্ট জয়ী নিশাত মজুমদার, পর্বতারোহী ইয়াসমিন লিসা, পর্বতারোহী তহুরা সুলতানা রেখা, ট্রেকার অর্পিতা দেবনাথ, ট্রেকার মৌসুমি আক্তার এপি তাদের অভিযানের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। পঞ্চম দিনে পাঁচটি সেশন নেন মফিদুল হক, ইমরান আজাদ, ড. মোহাম্মদ মোজাহিদুল ইসলাম, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়; কাজী ওমর ফয়সাল, প্রভাষক, আইন বিভাগ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ; লিসা গাজী, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেত্রী; মো. রমজান আলী, জাতীয় শিক্ষা কর্মসূচি কর্মকর্তা, ইউনেস্কো ঢাকা অফিস। এরপর একটি ক্যারিয়ার আড্ডায় অংশ নেন নাসরিন আখতার, বাংলাদেশ প্রোগ্রাম লিড, এশিয়া জাস্টিস এন্ড রাইটস (আজার); আমিনা জাহান উর্মি, প্রভাষক, আইন বিভাগ, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস; মেহজাবিন নাজরানা, সিএসজিজে জিয়া উদ্দিন তারিক আলী রিসার্চ ফেলো ২০২২-২৩ এবং রিসার্চ এসোসিয়েট, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস। সবশেষে গবেষণা অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা করেন ড. এলিজাবেথ (লিজ) ম্যাবার ও ড. লিন্ডসে হর্নার। ষষ্ঠ দিনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বাধ্যতামূলক ফিল্ড ট্রিপ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটস, ব্যুরো বাংলাদেশ হেলথ ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স, এনায়েতপুরে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর ও সিলিমপুর গ্রাম পরিদর্শন করা হয়। প্রথমে, কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটস পরিদর্শন করে নারী শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনা ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটসের দায়িত্বপ্রাপ্ত রফিকুল ইসলাম রফিক এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, মূল দর্শন ও মূল্যবোধ সম্পর্কে আলোকপাত করেন। এছাড়াও, একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা ট্রাস্টের ইতিহাস, কমপ্লেক্সের অবকাঠামো, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, উপার্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন করে। এরপর, ব্যুরো বাংলাদেশ হেলথ ফাউন্ডেশনে রোগী, ডাক্তার, নার্স ও কর্মচারীদের সাথে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে কমিউনিটি ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। পরে সম্মেলন কক্ষে ব্যুরো বাংলাদেশ হেলথ ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্সের পরিচালক রাহেলা জাকির, চেয়ারপার্সন ডা. সাইদা কে আলম এবং ব্যবস্থাপক কাজী ইমরান হোসেন অংশগ্রহণকারীদের সাথে একটি আলোচনা সেশন পরিচালনা করেন। এরপর, অংশগ্রহণকারীরা এনায়েতপুরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর পরিদর্শন করে। সেখানে তারা ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের কেদারপুরে শহীদ হওয়া দুই মুক্তিযোদ্ধার ইতিহাস জানতে পারে। টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিবাহিনীর প্রধান, স্পেন এবং বাহরাইনে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কর্নেল আনোয়ার উল আলম শহীদ এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, জাদুঘর কর্তৃপক্ষ অংশগ্রহণকারীদের আনোয়ার উল আলম শহীদের আত্মজীবনী উপহার দেন। সিলিমপুর গ্রামে বিশ্রামের পর প্রতিটি দল তাদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য উপস্থাপন করে এবং দর্শকদের সঙ্গে আলোচনা করে। সপ্তম দিনটি শুরু হয় লিখিত পরীক্ষা দিয়ে। এরপর একটি সেশন নেন ড. সামিয়া হক, ডিন, স্কুল অব জেনারেল এডুকেশন এবং অধ্যাপক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

৭–এর পৃষ্ঠায় দেখুন

স্থাপত্য গাথায় কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন

মানুষ চলে যায় কিন্তু মহান মানুষ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য রেখে যান তাঁর সৃষ্টিকর্ম। কবি ও স্থপতি রবিউল হুসাইন তেমনই একজন মহান মানুষ। ২০১৯ সালের ২৬ নভেম্বর তিনি বিদায় নিলেও কবি প্রতিভায় যেমন বাংলাদেশের ভাষা ও সাহিত্যে রেখে গেছেন অনন্য অবদান তেমনি স্থাপত্য সৃষ্টিকর্ম দিয়ে বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পকেও করেছেন সমৃদ্ধ। প্রেরণা দিয়ে গেছেন নবীন স্থপতিদের। এছাড়াও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি সংরক্ষণে রেখেছেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তাঁর নকশায় ২০০৭ সালে নির্মিত হয় মিরপুরস্থ জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ। যেখানে একাত্তরের নির্মম গণহত্যার ইতিহাসের সাথে স্থাপত্যশিল্পের সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে এক ঐতিহাসিক স্থাপনা। স্থপতি রবিউল হুসাইন- এর এই ঐতিহাসিক স্থাপত্য সৃষ্টিকর্মকে জানার তাগিদে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সহযোগিতায় গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউটের ২৫ জন তরুণ স্থপতি জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ পরিদর্শন করেন। স্থপতিদের জল্লাদখানা বধ্যভূমি পরিদর্শনের শুরুতে 'মুক্তির মন্দির সোপান তলে' এবং 'সোনায় মোড়ানো বাংলা মোদের শ্মশান করেছে কে?' গান দুটি পরিবেশন করে বধ্যভূমির সন্তানদল। জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠের ইতিহাস, সংরক্ষণ ও বাস্তবায়ন, নকশা পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক। তিনি বলেন, এই বধ্যভূমির কাজটি রবিউল ভাইয়ের অত্যন্ত দরদ দিয়ে করা। যে কোন স্থাপত্যের মূল লক্ষ্য থাকে স্থাপত্যের দাবিটা পূরণ করা। স্থাপত্যের পিছনে যে চিন্তা ভাবনা দর্শন থাকে তা সবার বোঝার কথা নয়। এই জায়গাটির সাথে যেন দর্শনার্থীদের বাস্তবিক ভাব বিনিময় এবং উপযোগিতা তৈরী হয় রবিউল ভাই সেটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নকশার কাজটি সম্পন্ন করেছেন। তিনি আরও বলেন, এখানে আই এবি-র প্রতিনিধি দল থাকায় অনেক কিছু বলার তাগিদ আমরা অনুভব করছি। আই এ বি-র সাথে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সম্পৃক্ততা দীর্ঘদিনের। ১৯৯৬ সালে সেগুনবাগিচায় ভাড়া বাড়িতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথ চলা শুরু। সেই পুরনো ভাঙা বাড়িটিকে সংস্কার করে জাদুঘরের উপযোগী করায় রবিউল ভাইয়ের সাথে তখন আইএবির প্রকৌশলী শহিদুল্লাহ-সহ অনেকেই যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ২০১৭ সালে আগারগাঁও নতুন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মাণের সময় আইএবি-এর সহযোগিতায় স্থাপত্য নকশা বাছাইয়ের প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে তাদের এই সম্পৃক্ততার ইতিহাস আইএবি-এর একটা পার্ট হিসেবে থাকা উচিত বলে উল্লেখ করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক।

পরিদর্শন শেষে বাংলাদেশ স্থপতি ইন্সটিটিউটের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক কাজী শামিমা শারমিন বলেন, আমাদের পরিকল্পনা প্রতি মাসে দেশের বরেণ্য যে সকল স্থপতি আছেন তাঁদের কাজগুলো আমরা পরিদর্শন করবো। রবিউল হুসাইন-এর কাজগুলো বাছাই করার কারণ কাজগুলো সম্পর্কে তেমন চর্চা হচ্ছে না। বিশেষ করে নতুন স্থপতিরা তাঁর কাজ সম্পর্কে বিশেষ জানে না। তিনি চলে যাওয়ার পরে তাঁর কাজের তেমন ডকুমেন্ট আমরা খুঁজে পাইনি।

তাঁর কাজগুলোকে সংরক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন তিনি। ভবিষ্যতে এই ধরণের কাজের ক্ষেত্রে রবিউল হুসাইন-এর এই স্থাপনা নতুন প্রজন্মকে পথ দেখাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি। পরিদর্শন শেষে স্থপতি ফাতিহা পলিন মন্তব্য লেখেন, আইএবি হেরিটেজ ট্যুরের অংশ হিসেবে জল্লাদখানা বধ্যভূমি ভ্রমণ একটি অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এই উদ্যোগে মফিদুল হক-এর নিকট থেকে এই স্থাপনার ইতিহাস, নকশা ও নির্মাণের সময়ের গল্প শোনা অত্যন্ত সৌভাগ্যের বিষয়। এই অনুষ্ঠানে আমাদের সহযোগিতা করার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

প্রমিলা বিশ্বাসয়, সুপারভাইজার
জল্লাদখানা বধ্যভূমি স্মৃতিপীঠ

বই বিতরণ : আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদযোগ ২০২৪

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কাছে কৃতজ্ঞ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং গ্রন্থালয়গুলোর কাছে কৃতজ্ঞ। আমরা বিশ্বাস করি যে, বই পড়ার কোনো অন্যথা নেই। সেজন্য আমরা আলী যাকের গ্রন্থপাঠ কর্মসূচিটাকে খুবই গুরুত্বের সাথে দেখি এবং মনে করি যে এটা বড় একটা কাজ হচ্ছে। আমরা এখন লাইব্রেরি থেকে স্কুলে যেতে চাই, স্কুলে গেলে আমরা আরো ছেলেমেয়ে পাবো যাদেরকে বই পড়ায় অনুপ্রাণিত করা যাবে। বই পড়াটা অত্যন্ত জরুরি এবং সেটাকে আমরা কৌশলগতভাবে বাধ্যতামূলক করার দিকে নজর রাখছি।

বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির সদস্য সচিব মো. জহির উদ্দিন বলেন, আমার পাঠাগার এ অনুষ্ঠানের প্রথম থেকেই যুক্ত আছে। এটা শুরু হয়েছে করোনাকাল থেকে। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মাধ্যমে প্রথমে আমরা ঢাকা মহানগরের ১০টি পাঠাগার ছিলাম। যে পাঠ কার্যক্রম শুরু হয়েছিল সেটাই ছড়িয়ে যাচ্ছে দেশব্যাপী। তার পরেই শুরু হয়েছে আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ। আমি মনে করি পাঠাগারের মাধ্যমে পাঠকদের মাঝে বই পড়ার আগ্রহ ছড়িয়ে গেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে আমাদের অনুষ্ঠানে অনেকেই জিজ্ঞেস করছিল আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগটা কোথায়? আমরা যদি সচেষ্ট না হই, উদ্যোগী না হই তাহলে পাঠক তৈরি করা কষ্ট হবে। বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি এই উদ্যোগকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

হবিগঞ্জের চুনারুঘাট থেকে পদক্ষেপ গণপাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক এ এস এম মিজানুর রহমান বলেন, আমরা আমাদের উত্তরপ্রজন্মকে বইমুখী, পাঠাগারমুখী করার জন্য পাঠাগারে বসে বই পড়ার জন্য বহুবিধ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। এই পথটা অনেক বন্ধুর কিন্তু আমরা হতাশ নই। আমরা আশা করি আজকে এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতি আমাদেরকে বিনে সুতার মালায় যে ৫০টি গ্রন্থাগারকে গাঁথার চেষ্টা করছেন এটা যেন অব্যাহত থাকে। তাহলে আমরা আমাদের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে পারবো।

মানিকগঞ্জ থেকে আগত সেলিম আল দীন স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি কামরুল হাসান বলেন, আমরা পাঠক পাচ্ছিলাম না। আলী যাকের গ্রন্থপাঠ আমাদের যুক্ত করায় কিছু ছেলেমেয়েকে প্রায় জোর করে বইটা পড়াতে পেরেছিলাম। বিগত দুই বছরে এখানে আমাদের প্রতিনিধিত্ব ছিল এবং তারা পুরস্কৃতও হয়েছিল। যার ফলে এখন আমাদের পাঠাগারে প্রচুর পাঠক আছে। এছাড়াও অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন বেরাইদ গণপাঠাগারের সভাপতি এমদান হোসেন ভূঁইয়া। তিনি বলেন, এই খরার যুগে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে আয়োজন করেছে তা অসাধারণ এবং দূরদর্শী একটা প্রকল্প। এগুলোকে আমাদেরকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

বাংলাদেশ বেসরকারি গ্রন্থাগার সংহতির আহ্বায়ক শাহনেওয়াজ বলেন, করোনাকালীন গ্রন্থপাঠ শুরু হয় যেটা বেসরকারি পাঠাগারগুলোকে যুক্ত করে। এটার ফলাফল আমি দনিয়া পাঠাগারের প্রতিনিধি হিসেবে বলবো, আমার একটি ছেলে অনুবাদক হয়েছে। বই পড়ে তার মতো করে লিখেছে। এই লেখার ফলে যেটা হয়েছে, তার এই জড়তা কেটেছে। সে লেখার অভ্যাসটা গড়তে পেরেছে পড়ার মাধ্যমে। এখন অভিভাবকরাও চাই না আমাদের ছেলেমেয়েরা লাইব্রেরিতে যাক, ভালো মানুষ হোক। আমরা শুধু বলি যে ভালো রেজাল্ট করতে হবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা ট্রাস্টি মফিদুল হক তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, এখানে যারা বসে আছেন আমি তাদের পেছনে আরো অনেক মানুষকে দেখতে পাচ্ছি। এই পড়ানোর মধ্য দিয়ে যে বিস্তারটা ঘটবে তা প্রতিটি পাঠাগারকে একটা নতুন সমৃদ্ধি জোগাবে। একজন পাঠক বইয়ের পাতাটা খুলবে এবং পাঠকের সঙ্গে বইয়ের একটা একান্ত যোগাযোগ ঘটবে; এই যোগাযোগটা অনেকভাবে ফলপ্রদ হয়ে উঠতে পারে। এই কাজটি যারা করছেন তারা প্রত্যেকেই একটা চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে করছেন। পাঠক যদি খুব সামান্যও হয়ে থাকেন তারা কিন্তু সেই প্রদীপটা জ্বালিয়ে রাখছেন। যখন আমরা একত্রে উদযোগগুলো নিই সেটা আমাদের একটা নতুন শক্তি যোগায়, নতুন প্রেরণা যোগায়। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দিক থেকে আমরা বলবো, সুলতানার স্বপ্ন গ্রন্থপাঠ এবং আলী যাকের মুক্তিযুদ্ধের গ্রন্থপাঠ উদ্যোগ দুটি কর্মসূচি হাতে হাত ধরে পাশাপাশি চলবে।

এ বছর নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে আছে স্কুল বিভাগের জন্য শহীদ সন্তানদের স্মৃতিকথার উপর রচিত 'খুঁজে ফিরি'- বইটির সম্পাদনা করেছেন রশীদ হায়দার। কলেজ বিভাগের শিক্ষার্থীদের জন্য আছে ঝর্ণা বসু এবং মফিদুল হকের সম্পাদনায় 'অবরুদ্ধ অশ্রুর দিন' এটিও শহীদ পরিবারের স্মৃতিকথা নিয়ে রচিত এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় শিক্ষার্থীদের জন্য আছে আনোয়ার পাশা রচিত 'রাইফেল রোটি আওরাত'।

– মিজানুর রহমান রতন

দশম উইন্টার স্কুল-এর দিনব্যাপী ফিল্ড ভিজিট

শান্তি শিক্ষা কি শুধু পাঠ্যবইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ? নাকি তা মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতা, ইতিহাসের সাক্ষ্য আর জীবন সংগ্রামের মধ্যেই নিহিত? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুলের
আয়োজন করেছিল এক ব্যতিক্রমী ফিল্ড ট্রিপ। "Reimagining Peace Education in a Changing World of Atrocities" এই মূল ভাবনাকে সামনে রেখে অংশগ্রহণকারীরা এক সপ্তাহের আবাসিক কর্মশালা করে কুমুদিনী কমপ্লেক্স, টাঙ্গাইলে। তবে শুধু আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে কি শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়? তাই বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার জন্য আয়োজন করা হয় এক দিনের ফিল্ড ট্রিপ, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে, তাঁদের জীবন, সংগ্রাম ও সফলতার গল্প শুনে।

সকাল ৮টায় শুরু হয় আমাদের ফিল্ড ট্রিপের প্রথম গন্তব্য যা ছিল কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটস। ছয়জন করে পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে আমরা সেখানে নারী শ্রমিকদের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন (FGD) ও ডাটা সংগ্রহের কাজে অংশ নিই। আমাদের সঙ্গে ছিলেন কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটসের ইনচার্জ রফিকুল ইসলাম রফিক, যিনি প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, মূল লক্ষ্য এবং কাজের প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত জানান। ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এবং ১৯৮০ সালে নিবন্ধিত কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটস বর্তমানে প্রায় ২৫ হাজার নারী শ্রমিককে কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে, যা নারীর আর্থিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নে এক অনন্য উদাহরণ। নারায়ণগঞ্জের কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট (KWT) কারখানায় প্রায় ১৫০০ কর্মী এবং ৫০০০ মৌসুমী শ্রমিক কাজ করেন।

আমাদের আলোচনায় উঠে আসে নারী শ্রমিকদের জীবনের চ্যালেঞ্জ, তাঁদের আয়ের অবস্থা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ এবং ভবিষ্যৎ স্বপ্ন। বিশেষত, তাঁরা কীভাবে প্রাকৃতিক রঙ ব্যবহার করে বিভিন্ন পণ্য তৈরি করেন, তার একটি চিত্র আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়। এক কর্মী বলেন এই কাজ শুধু আমাদের রুটি-রুজির ব্যবস্থা করে না, বরং আমাদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলে।

প্রশ্নোত্তর পর্বে আমরা জানতে পারি, কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটস শুধুমাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, এটি নারীদের স্বাবলম্বী করে তুলতে এক নিরব বিপ্লবের নাম।

১১টায় আমরা যাত্রা করি ব্যুরো বাংলাদেশ হেলথ ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স, টাঙ্গাইল-এ, যেখানে আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয় রোগী, ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীদের সাক্ষাৎকার নিতে। পরবর্তীতে সংলাপ অধিবেশনে আমাদের সঙ্গে আলোচনা করেন- ডিরেক্টর রাহেলা জাকির, চেয়ারপার্সন ডা. সাঈদা কে আলম ও ম্যানেজার কাজী ইমরান হোসেন, তারা স্বাস্থ্যসেবা পদ্ধতি, প্রশাসনিক কাঠামো, এবং স্বাস্থ্যসেবার চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করেন। বিশেষ করে প্রসূতি স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাকৃতিক প্রসবের গুরুত্ব সম্পর্কে ডিরেক্টর রাহেলা জাকির বলেন, প্রাকৃতিক প্রসব একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া, এটি নিয়ে ভীতি নয়, বরং সচেতনতা জরুরি ।

বিকেল ৩টায় আমরা পৌঁছাই শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর, এনায়েতপুর-এ। এখানে আমরা জানতে পারি, ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর টাঙ্গাইলের কেদারপুরে দুইজন বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ হন। এই জাদুঘরটি নির্মাণ করেছেন টাঙ্গাইল জেলা মুক্তিবাহিনীর প্রধান, বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন পররাষ্ট্রসচিব এবং স্পেন ও বাহরাইনের রাষ্ট্রদূত কর্নেল আনোয়ার উল আলম শহীদ। জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আমাদের আনোয়ার উল আলম শহীদের আত্মজীবনী উপহার দেন, যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে অনুপ্রাণিত করবে।

লাঞ্চের পর আমরা যাই শিলিমপুর গ্রাম, টাঙ্গাইল একটি শান্ত, সবুজ আর প্রশান্তিময় পরিবেশে, যেখানে ফিরে আমাদের পুরো দিনের অভিজ্ঞতা পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ হয়। রাতের খাবারের পর শুরু হয় প্রেজেন্টেশন সেশন, যেখানে প্রতিটি দল তাদের ফিল্ড ভিজিটের গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করে। তারপর প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা নানা বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নের মাধ্যমে অন্য দলের সাথে তাদের নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন করেন।

বলা হয়ে থাকে, শিক্ষা তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন তা বাস্তব জীবনের সঙ্গে মিশে যায়। এই ফিল্ড ট্রিপ কেবল তথ্য সংগ্রহের জন্য ছিল না, বরং এটি ছিল বাস্তব জীবন, ইতিহাস, সংগ্রাম এবং শান্তি শিক্ষার এক অনন্য পাঠশালা। এক কথায়, কুমুদিনী হ্যান্ডিক্রাফটসের নারীরা আমাদের দেখিয়েছেন স্বাবলম্বী হওয়ার সংগ্রাম, ব্যুরো হেলথ ফাউন্ডেশন শিখিয়েছে জনস্বাস্থ্যের গুরুত্ব, মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর মনে করিয়ে দিয়েছে মুক্তির জন্য আত্মত্যাগের ইতিহাস, আর শিলিমপুর গ্রাম আমাদের দিয়েছে অভিজ্ঞতা গুছিয়ে নতুনভাবে ভাববার সময়।

ফিল্ড ট্রিপ শেষে আমাদের মনে হয়েছিল শান্তি শিক্ষা শুধু বইয়ের পৃষ্ঠায় নয়, বরং সমাজের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে থাকে। সেটাকে খুঁজে নেওয়ার জন্য দরকার অনুসন্ধানী মন, স্পষ্ট দৃষ্টি আর পরিবর্তনের জন্য আগ্রহ।

মো: হাসিন আবরার স্বপ্নীল
সিএসজিজে স্বেচ্ছাসেবক

দশম আবাসিক উইন্টার স্কুলের সফল আয়োজন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শুরুতে দশম শীতকালীন স্কুলের অন্যতম আকর্ষণ Extempore Speech Competition এর ফাইনাল রাউন্ডে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সাজিদ ফয়সাল এবং চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মোহাম্মাদ তাফহিমুল ইসলাম উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় অংশ নেন। শীতকালীন স্কুলের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন নেপাল ল ক্যাম্পাস এর শিক্ষার্থী প্রোশন্না দেবকোটা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী অহনা স্নিগ্ধা। শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপরেখা উপস্থাপন করেন। শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা উপস্থাপন শেষে শীতকালীন স্কুলের স্বেচ্ছাসেবকদের পক্ষ থেকে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন আরাফাত রহমান। শীতকালীন স্কুলের আবাসিক শিক্ষক হুমাইরা বিনতে ফারুক, প্রোগ্রাম সাপোর্ট অফিসার, ইউএন উইমেন বাংলাদেশ, নাসরিন আক্তার, প্রোগাম লিড, এজেএআর, আমিনা জাহান উর্মি, প্রভাষক, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ প্রোফেশনালস , তাদের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। সিএসজিজের সমন্বয়কারী ইমরান আজাদ শীতকালীন স্কুলের সেরা অংশগ্রহণকারী, সেরা বক্তা এবং একাডেমিক এক্সসিলেন্স পুরস্কার প্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। পুরস্কার প্রদান শেষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং সিএসজিজের পরিচালক মফিদুল হক শীতকালীন স্কুলে অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষার্থী, আবাসিক পরামর্শদাতা, আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক এবং বিশেষ করে স্কুলের ভেন্যু কুমুদিনী কমপ্লেক্সের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সব শেষে একসাথে ছবি তোলার মাধ্যমে শীতকালীন স্কুলের সমাপনী ঘটে।

আরাফাত রহমান
ভলান্টিয়ার, সিএসজিজে

বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম সোবহানী

আমার নাম গোলাম সোবহানী। তখন আমি লক্ষীপুরের রামগঞ্জের বাসিন্দা। ১৯৭১ সালে আমি চাটখিল ডিগ্রি কলেজের ছাত্র ছিলাম। সে বছর আমার ডিগ্রি শেষ হওয়ার কথা ছিল কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় আমি আর পরীক্ষা দেই নাই। যদিও সেই বছরের পরীক্ষা পরে বাতিল করা হয়েছিল। যখন যুদ্ধ শুরু হলো আমরা ঠিক করলাম যুদ্ধে যাবো। মে মাসের শেষ সপ্তায় আমরা গ্রাম থেকে হেঁটে চৌদ্দগ্রাম দিয়ে বর্ডার ক্রস করে ভারতে ঢুকেছি। ভারতে ঢোকার পর আমরা প্রথম গেলাম চোত্তাখোলা। সেখানে খাজু মিয়া একটা ট্রেনিং সেন্টার করেছে যেখানে শুধু ফেনীর মানুষদের ট্রেনিং করানো হতো। আমরা লক্ষীপুরের বলে আমাদের ওখানে গ্রহণ করা হয় নাই। তখন বেলুনিয়া গিয়ে দেখলাম আমাদের তখনকার এমএলএ প্রফেসর হানিফ ও কন্ডাক্টর রশিদ ওখানে আছে। তখনও ভারতে সেভাবে ট্রেনিং দেওয়া শুরু হয় নাই। যার জন্য আমরা ট্রেনিং করার জায়গা পাচ্ছিলাম না। এমএলএ হানিফ সাহেব খবর দিলেন এটিএম হায়দার সাহেব মতিনগরে ট্রেনিং ক্যাম্প দিয়েছেন। তখন আমরা মতিনগরে চলে গেলাম। সেখানে আমাদের ট্রেনিং শুরু হলো। আমাদের ট্রেনিং দিতো ২নম্বর সেক্টরের ডেপুটি কমান্ডার এটিএম হায়দার সাহেব। তখন তার ডান হাতে গুলি লাগার কারণে ব্যান্ডেজ করা ছিল। উনি আমাদের বাম হাত নেড়ে ব্লাকবোর্ডে কিছু কিছু অস্ত্রের ট্রেনিং দিতেন। আমাদের সাথে মায়া চৌধুরীসহ আরো কয়েকজন ছিলো। ওই ক্যাম্পটা বর্ডারের কাছাকাছি হওয়ায় পাক আর্মিদের রেঞ্জের ভিতরে পড়ায় আমরা ক্যাম্পটা ছেড়ে আসি। কিছুদিন পরে আমাদের ২নম্বর সেক্টরের হেডকোয়াটার মেলাঘরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে জঙ্গল কেটে আমাদের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাবু পেতে করা হয় থাকার ব্যবস্থা। এরপর কয়েকদিনের মধ্যে আমাদের আর্টিলারিকে মুজিব ব্যাটারিতে পাঠায় সালদা নদী অপারেশনে। ক্যাপ্টেন গাফ্ফার সাহেবের সৈনিকদের প্রটেকশন দেওয়ার জন্যই মুজিব ব্যাটারি পাঠানো হয়। পাহাড়ী এলাকা হওয়ায় ওটা খুব জটিল অপারেশন ছিল। একদিন রাতে আমি একা ডিউটি করছিলাম তখন রাত দুইটার দিকে দুইজন লোক ক্যাম্পে ঢুকছিলো। তখন আমি হল্ট বলে গুলি করার প্রস্তুতি নেই। তখন তারা বাংলায় কথা বললে বুঝতে পারি তারা মুক্তিবাহিনীর লোক। তারপর গুলি না করে তাদের দিকে নজর রাখলাম। পরে যখন ওরা ক্যাপ্টেনের তাবুতে ঢুকলো তখন আশ্বস্ত হলাম। ওখান থেকে আমাদের কয়েকজনকে আবার ৯১ বিএসএফ হেড কোয়ার্টারে পাঠানো হয়। ওখানে আমাদের রাশিয়ান গান ট্রেনিং শেখানো হয়। ট্রেনিং শেষে আমাদের পাঠানো হয় ৪ নম্বর সেক্টরে। আসাম থেকে আমরা সিলেটের বিভিন্ন জায়গায় অপারেশন শুরু করেছি তখন। কুলাউড়া, জুড়ী, শমশেরনগর, নবীনগরের বিভিন্ন জায়গায় ৮ থেকে ১০টা অপারেশন করেছি। এ সময় সারা দেশে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ৬ ডিসেম্বর ভারত আমাদের স্বীকৃতি দেওয়ার পর ওরাও আমাদের সাথে মিলে যুদ্ধ শুরু করলে যুদ্ধ বেগবান হয়। ১৫ ডিসেম্বর আমাদের আর্টিলারি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হয়। কেননা তখন পাকিস্তানি সৈন্যরা স্যারেন্ডারের বিষয়ে আলোচনা করছিলো। যার কারণে আমাদের অপারেশন বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তো ১৬ তারিখ আসলো আমরা রণাঙ্গন থেকে আমাদের তাবুতে ফিরে আসলাম। তার কিছু দিন পর অস্ত্র জমা দিতে ঢাকায় আসলাম।

সাক্ষাৎকার: শ্রুতি-দৃশ কেন্দ্র

Embracing Fatherhood : আত্মঅন্বেষণের এক শিল্পভাষ্য

গত ২২ ফেব্রুয়ারি, লিবারেশন ডক কমিউনিটির আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আমার একটি ইনস্টলেশন ও প্রেজেন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়– Embracing Fatherhood - A Curatorial Exploration of Male Infertility, Fatherhood & Societal Expectations। এই উপস্থাপনাটি মূলত আমার ব্যক্তিগত ডকুমেন্টারি প্রকল্প Embracing Fatherhood নিয়ে, যা আমি গত দেড় বছর ধরে নির্মাণ করছি।

এই চলচ্চিত্রের যাত্রা আমার জন্য ছিল অত্যন্ত গভীর ও ব্যক্তিগত। আমি নিজেই যখন মেইল ইনফার্টিলিটি বা পুরুষদের বন্ধ্যাত্বে আক্রান্ত হই, তখন এই বিষয়টি শুধুমাত্র একটি তথ্যভিত্তিক প্রকল্পের গণ্ডিতে আর সীমাবদ্ধ থাকেনি। বরং, আমার ব্যক্তিগত ট্রমা, সমাজের প্রতিক্রিয়া এবং আত্মপরিচয়ের জটিল দোলাচল–সবকিছুই একসঙ্গে এই প্রজেক্টের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে। এই চলচ্চিত্রটি আমার জন্য শুধুমাত্র একটি প্রামাণ্যচিত্র নয়; এটি আমার আত্মপরিচয়ের জটিল দোলাচল, পুরুষত্বের প্রচলিত সংজ্ঞার বিরুদ্ধে এক অন্তর্গত প্রতিবাদ। বন্ধ্যাত্ব যখন আমাকে ছুঁয়ে যায়, তখন আমি শুধুমাত্র একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা নই, হয়ে উঠি এই বাস্তবতার এক বেদনাবিধুর সাক্ষী। পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব, বিশেষত সমাজের কাঠামোবদ্ধ চাহিদার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা একজন পুরুষের নীরব ক্লান্তি, আমি গভীরভাবে নিজের অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছি। আমার শরীরে যখন বন্ধ্যাত্বের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, তখন প্রথম অনুভূতি ছিল গভীর শূন্যতা–একটা আকস্মিক ভাঙন। এই ভাঙনের শব্দ আমার কেবল মনোজগতে নয়, বরং দৈনন্দিন বাস্তবতাতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। চিকিৎসকদের ক্লিনিক্যাল ভাষা, পারিবারিক মর্মযাতনা, সমাজের চাপা বিদ্রুপ–সবকিছুই যেন এক এক করে গেঁথে দিচ্ছিল এক নতুন সত্তার জন্ম। আমি সেই সত্তাকে বোঝার চেষ্টা করছিলাম, নিজের মধ্যে নতুন এক পিতৃত্বের সংজ্ঞা খুঁজে ফিরছিলাম। তখনই শিল্প আমাকে মুক্তির পথ দেখায়। সিনেমার ভাষা, ক্যানভাসের রেখা, মাটির ভাস্কর্য–প্রতিটি মাধ্যম একে একে হয়ে ওঠে আমার আত্মপ্রকাশের পথ।

ফিল্মের পাশাপাশি আমি ধীরে ধীরে নিজের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে ইলাস্ট্রেশনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে শুরু করি। আমার স্ত্রীও এই শিল্পভাষ্যে যোগ দেন–তিনি পেইন্টিং, ভাস্কর্য, ও প্রিন্টমেকিংয়ের মাধ্যমে তার অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলতে থাকেন। একসময় আমাদের কাজ একটি সম্মিলিত দলিলে পরিণত হয়–আমার নিজের অভিজ্ঞতার সাথে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমার চারপাশে আরও অনেকে যুক্ত হন, যারা একই রকম অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাদের ওরাল হিস্ট্রি, ব্যক্তিগত চিঠিপত্র, আর্টওয়ার্ক–সমস্ত কিছুই ধীরে ধীরে এক বিশাল আর্কাইভের রূপ নেয়। একসময় উপলব্ধি করলাম, ট্রমা থেকে মুক্তির জন্যই আমি এই সিনেমাটি শুরু করেছিলাম কিন্তু এটি আমার কাছে শুধু ট্রমা নিরাময়ের উপায় নয় বরং নতুন এক শিল্প-ভাষ্যের জন্ম দিয়েছে।

এই আর্কাইভ কেবল ব্যক্তিগত বেদনার দলিল নয় বরং এটি এক গভীর সামাজিক প্রতিধ্বনি। এখানে রয়েছে পুরুষদের অন্তর্লীন কষ্ট, সমাজের নির্বিকার দৃষ্টি এবং এক নতুন পিতৃত্বের সন্ধান। ফিল্মের ক্যামেরা, তুলির আঁচড়, ভাস্কর্যের নিখুঁত ছাঁট–সব মিলিয়ে এটি এক বহুমাত্রিক সৃজনযাত্রা, যা আমাকে শুধুমাত্র শোকের অতল থেকে টেনে তোলে না বরং এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করে।

এই প্রজেক্ট শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিগত কাহিনি নয় বরং এটি পুরুষদের বন্ধ্যাত্ব নিয়ে প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করার, পুরুষদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলার এবং পিতৃত্বের নতুন সংজ্ঞা খুঁজে নেওয়ার এক শিল্পময় প্রচেষ্টা। আমার এই যাত্রার প্রতিটি অধ্যায় আত্মসমর্পণের, প্রতিটি দৃষ্টান্ত এক নীরব অভিজ্ঞান। আমি বুঝতে পারি, পিতৃত্ব কেবল রক্তের সংযোগ নয়, এটি যত্ন, সংবেদনশীলতা, এবং ভালোবাসার এক পরম রূপ। "Embracing Fatherhood" শুধুমাত্র এক চলচ্চিত্র নয়, এটি আমার কাছে এক ধরনের আরাধনা–যা একজন পুরুষ হিসেবে আমাকে আমার শূন্যতার ভিতর থেকে নতুন সৃষ্টির দিকে হাত বাড়ানোর গল্প বলতে শিখিয়েছে।

পার্থ সেন গুপ্ত
চলচ্চিত্র নির্মাতা ও কিউরেটর

দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুলের অভিজ্ঞতা

জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা থাকে, যা আমাদের ভেতর থেকে বদলে দেয়। দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুল আমার জন্য ঠিক তেমনই এক অধ্যায়। প্রথমবারের মতো একটি আবাসিক স্কুলে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেলাম, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং পেশার মানুষের সাথে সময় কাটানোর সুযোগ হয়েছে। উইন্টার স্কুলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমি বুঝতে পারি যে, মানব সভ্যতা নানা রঙ, নানা স্বাদে এক সামাজিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছে– যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব সত্ত্বা ও গল্প নিয়ে এসেছে। শুধু বাংলাদেশ থেকেই নয়, বিদেশি মেন্টর এবং অংশগ্রহণকারীদের সান্নিধ্যে এসে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করেছি।

যখন গিয়েছিলাম তখন অন্তরে ছিল অজানা এক কৌতূহল আর শেখার আগ্রহ। আর ফিরেছি এক ঝাঁপি অভিজ্ঞতা, নতুন জ্ঞান এবং অমূল্য স্মৃতি নিয়ে। এখানকার প্রতিটি দিন ছিল শেখার, প্রশ্ন করার, আলোচনার এবং আত্মবিশ্লেষণের। এই স্কুলে এসে অনুভব করেছি, সত্যিকার অর্থে জানার কোনো শেষ নেই– শুধু পথ খোলা থাকে নতুন নতুন ভাবনার জন্য।

আগে কখনও ভাবিনি, শিক্ষা ও শান্তি কীভাবে একে অপরের পরিপূরক হতে পারে। কিন্তু যখন ড. এলিজাবেথ ম্যাবার (কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ড. লিন্ডসে হর্নার (এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়) তাদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন, তখন মনে হলো–এটি শুধু তাত্ত্বিক বিষয় নয় বরং বাস্তব জীবনের অপরিহার্য শিক্ষা।

তারা ফিলিপাইন ও মিয়ানমারে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করলেন–বিশেষ করে, কীভাবে শিক্ষার মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব এবং কীভাবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক করে সহিংসতার বিরুদ্ধে লড়াই করা যায়। এছাড়া ড. জোবাইদা নাসরীন আদিবাসী জীবন ও সিএইচটির জটিলতা সহজভাবে ব্যাখ্যা করলেন, যা দারুণ শিক্ষণীয় ছিল। ড. এস এম শামীম রেজার হেট স্পিচ ও ডিজিটাল সাক্ষরতা বিষয়ক ইন্টারেক্টিভ সেশন আমার চিন্তার দিগন্ত খুলে দিয়েছে। আর ড. সামিয়া হকের সহনশীলতা ও সহমর্মিতা নিয়ে আলোচনা আমাকে নতুনভাবে ভাবতে শিখিয়েছে। এছাড়াও, আরও অনেক সেশন ছিল যা আমার চিন্তাধারা গভীরভাবে পরিবর্তন করেছে। এই স্কুলে এসে দেখা পেলাম বাংলাদেশের প্রথম নারী এভারেস্ট বিজয়ী নিশাত মজুমদার ও সম্পূর্ণ অল-ফিমেল উইন্টার এক্সপেডিশন টিমের। তাদের গল্প শুনে উপলব্ধি করলাম, নারীশক্তির কোনো সীমা নেই। তাদের প্রত্যেকের লড়াই, পরিশ্রম, এবং সংকল্প আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে নিজের স্বপ্নের পথে এগিয়ে যেতে। আমার জন্য স্মরণীয় ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস ঐতিহাসিক ভারতেশ্বরী হোমসে উদযাপন। উইন্টার স্কুলের অন্যতম আকর্ষণ ছিল মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগ। একাডেমিক আলোচনার পাশাপাশি আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি, যা আমাদের শেখার পরিধি আরও প্রশস্ত করেছে।

কুমুদিনী কমপ্লেক্স: কুমুদিনী কমপ্লেক্স আমাদের শুধু ইতিহাসই নয়, মানবিকতা ও আত্মত্যাগের এক জীবন্ত উদাহরণ। আমরা যখন কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের নানা উদ্যোগ দেখলাম তখন উপলব্ধি করলাম, এটি শুধুমাত্র একটি কমপ্লেক্স নয়, এটি একটি আন্দোলন, একটি জীবনযাত্রা।

হস্তশিল্প কর্মীদের জীবন: কুমুদিনী হস্তশিল্পের নারী কর্মীদের সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছে। তাদের সংগ্রামের গল্প শোনার পর উপলব্ধি করেছি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কীভাবে নারীদের ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখে।

BURO হেলথকেয়ার: স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে কীভাবে সামাজিক উদ্যোগগুলো সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারে, তা সরাসরি দেখেছি। ডাক্তার, স্বাস্থ্যকর্মী এবং ম্যানেজমেন্টের সাথে কথা বলেছি। তাদের কাজের ধরণ, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে।

শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর: আমরা পরিদর্শন করেছি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা জাদুঘর, যেখানে আনোয়ার উল আলমের অবদান সম্পর্কে জানতে পেরেছি। তার মুক্তিযুদ্ধে অবদান এবং আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে আরও গভীরভাবে বোঝার সুযোগ করে দিয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাগুলো শুধু বইয়ের পাতায় নয়, এই জাদুঘরের নিদর্শনগুলোর মধ্যেও জীবন্ত হয়ে আছে।

এই অভিজ্ঞতা আমাকে নতুন করে ভাবতে শিখিয়েছে। বুঝেছি, শুধু একাডেমিক জ্ঞান যথেষ্ট নয়– বাস্তব জীবনের শিক্ষা আরও গুরুত্বপূর্ণ। আমি শিখেছি কীভাবে মতের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও আমরা পরস্পরকে সম্মান করতে পারি, কীভাবে শান্তির জন্য কাজ করা যায় এবং কীভাবে যে কোনো পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নেওয়া যায়। এই শিক্ষা ভবিষ্যতে আমার গবেষণা ও ব্যক্তিগত জীবনে বড় ভূমিকা রাখবে। উইন্টার স্কুল থেকে শেখা শিক্ষা ও শান্তির সংযোগের ধারণা আমি আমার কাজের মধ্যে প্রয়োগ করতে চাই।

আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই CSGJ এবং Liberation War Museum-কে, এত চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা উপহার দেওয়ার জন্য। কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ। আমাদের যে আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় আপ্যায়ন করা হয়েছে তা সত্যিই অবিস্মরণীয়। এটি কেবল একটি স্কুল ছিল না বরং এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দেওয়া এক অভিজ্ঞতা, যা আমাকে আমূল বদলে দিয়েছে। কথায় আছে, একটি অভিজ্ঞতা জীবন বদলে দিতে পারে। আমার ক্ষেত্রে এই উইন্টার স্কুলই সেই অভিজ্ঞতা!

- ফারদিন বিন আব্দুল্লাহ
(আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
অংশগ্রহণকারী, ১০ম বার্ষিক উইন্টার স্কুল।

দশম বার্ষিক উইন্টার স্কুল :রিইমাজিনিং পিস এডুকেশন ইন অ্যা চেইঞ্জিং ওয়ার্ল্ড অব এট্রোসিটিস

৩-এর পৃষ্ঠার পর

পরবর্তীতে এক্সটেম্পোর ভাষণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ভারতেশ্বরী হোমসের শিক্ষার্থীদের পরিবেশনায় একটি সুন্দর সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা "সুলতানার স্বপ্ন" গ্রন্থের পাঠ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটিয়েছে নানাভাবে। সবশেষে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের নাচ, গান ও কবিতা পরিবেশনার মাধ্যমে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ইতি টানে। অষ্টম এবং সমাপনী দিনে জাদুঘরে পৌঁছানোর পর এক্সটেম্পোর ভাষণ প্রতিযোগিতার ফাইনাল রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারীরা দশম শীতকালীন স্কুলে তাদের অর্জিত জ্ঞানের ভবিষ্যত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের রূপরেখা উপস্থাপনা করে। এরপর অংশগ্রহণকারী, ভলান্টিয়ার এবং মেন্টররা তাদের অভিজ্ঞতা সবার সাথে ভাগাভাগি করে নেন। সবশেষে পুরস্কার বিতরণী ও অংশগ্রহণকারী, ভলান্টিয়ার এবং মেন্টরদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণের মাধ্যমে পর্দা নামে দশম শীতকালীন স্কুলের।

শিক্ষা, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার মেলবন্ধনে গড়ে ওঠা এই যাত্রা অংশগ্রহণকারীদের শুধু জ্ঞানেই সমৃদ্ধ করেনি, বরং ন্যায়বিচার ও মানবতার আলোয় এগিয়ে চলার অনুপ্রেরণাও দিয়েছে।

অগ্নিজিতা দে সেঁজুতি
রিসার্চ ইন্টার্ন, সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের একান্ত সুহৃদ এবং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সুরক্ষায় একনিষ্ঠ সহযাত্রী। পাশাপাশি সাংবাদিকতার নৈতিকতা সমুন্নত রক্ষায় আপোষহীন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর-পরিবারের সদস্য এই শিক্ষাবিদের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের সাংবাদিকতার জন্য বজলুর রহমান স্মৃতিপদক সর্বজনের কাছে সমাদৃত হয়েছিল। তাঁর প্রয়াণে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গভীরভাবে শোকাহত। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তাঁর অবদান চিরদিন স্মরণ করবে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অগ্নিদুর্ঘটনা

গত ১০ মার্চ ২০২৫, সোমবার আনুমানিক সকাল ৮টা ৫৫ মিনিটে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ভবনে স্থাপিত জেনারেটর কক্ষে অগ্নি দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিকভাবে মোহাম্মদপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দু'টি ইউনিট এসে আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আনে। ফায়ার সার্ভিস সূত্র জানায় জেনারেটর কক্ষে শটসার্কিট হয়ে আগুনের সূত্রপাত ঘটে। এতে ২টি জেনোরেটরের ক্ষতি হলেও জাদুঘরের কোন নিদর্শন বা কোন কিছুর ক্ষতি হয়নি। জাদুঘরের স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্তৃপক্ষ আগুনের উৎপত্তির কারণ ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যুরো অব রিসার্চ, টেস্টিং অ্যান্ড কনসালটেন্সি এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে অনুসন্ধান ও রিপোর্ট প্রদানের আহ্বান জানিয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। সমঝোতা স্মারকের আওতায় ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের শিক্ষার্থীরা নিয়মিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করবে। দু'টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হবে এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে ট্রাস্টি এবং সদস্য-সচিব সারা যাকের এবং ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি মফিদুল হক, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকের ইতিহাস বিভাগের সভাপতি ড. এ এস এম মোহসীন, সহযোগী অধ্যাপক লায়েকা বশীর। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নাসেহুন আমীন, ব্যবস্থাপক চন্দ্রজিৎ সিংহ এবং ব্যবস্থাপক গবেষণা ও গ্রন্থাগার ড. রেজিনা বেগম।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে অনুদান দিলেন যারা

সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক এবং ইউমিকো কিকুচি

জাপান প্রবাসী শিক্ষক এবং সাংবাদিক মঞ্জুরুল হক এবং তার স্ত্রী ইউমিকো কিকুচি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ১০ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। এ ছাড়া প্রখ্যাত সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে ৫ লাখ টাকা প্রদান করেন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ জামাল উদ্দিন ১ লাখ টাকা প্রদান করেন। বমন দাস বসু ও সাফিদা বসু ৬৫ হাজার, মোসলেহউদ্দিন আহম্মেদ ১৫ হাজার এবং এক্সেল একাডেমি ৩০ হাজার টাকা প্রদান করেন।

আগামীর আয়োজন

২২ মার্চ ২০২৫ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পূর্ণ করবে ২৯ বছর। এ উপলক্ষ্যে স্মারক বক্তৃতা প্রদান করবেন অধ্যাপক রওনক জাহান, সম্মানীয় ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস : বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষার কবিতা পাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যার অর্থ 'একুশে রক্ত' আবৃত্তির মধ্য দিয়ে আয়োজনের সমাপ্তি ঘটে। কবিতা পাঠের মধ্যে মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে কালারস্ অব হিল্‌স ও গারো কালচারাল একাডেমীর শিল্পীরা। অনুষ্ঠানে বাংলা, মাহাতো, ম্রো, মনিপুরি, উর্দু, ফারসী, ইংরেজি, বানাই, সাদ্রী, কোচ, খেয়াং, ওঁরাও, খুমী, মারমা, হাজং, ককবরক, মান্দি, চাঙমা ও সাঁতালসহ ১৯টি ভাষায় কবিতা পাঠ করা হয়। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ভাষায় রচিত কবিতাগুলোর বাংলা অনুবাদ পাঠ করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী নিমাই মন্ডল, ফয়জুল আল, পাপ্পু, জি এম মোর্শেদ, আহসানউল্লাহ তমাল, মাহমুদা আক্তার, তামান্না সারোয়ার নীপা, শামস মিঠু, শিরীন ইসলাম, সুপ্রভা সেবতী, সাবিরা মাহবুব জনি, মাহমুদুল হাকিম তানভির, কাজী রাজেশ, অনিকেত রাজেশ, জালালউদ্দিন হীরা ও মাহফুজা আক্তার মীরা। ব্যবস্থাপক (প্রশাসন) চন্দ্রজিৎ সিংহ ও কর্মসূচি কর্মকর্তা রঞ্জন কুমার সিংহ-এর সহযোগিতায় অনুষ্ঠান পরিকল্পনায় ছিলেন ব্যবস্থাপক (কর্মসূচি) রফিকুল ইসলাম। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মানুষের ভাষা সুরক্ষিত থাকুক, হারিয়ে যেন না যায় কোন বর্ণমালা।

রঞ্জন কুমার সিংহ
মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

শেষ পৃষ্ঠা

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেক্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৪৮১১৪৯৯১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official